আবু তালিব (আ.)' কুরআনের আয়নায় এক মহান মুমিন

লেখকঃ

আসিফ আলি ইমামি

maqtabethaqalayn.com

بسم الله الرحمن الرحيم

আবু তালিব (আ.)’ কুরআনের আয়নায় এক মহান মুমিন

লেখকঃ
এইচ.এইচ.এস আসিফ আলী ইমামি

প্রকাশকঃ
মাক্তাবে সাকালাইন

Maqtab e Thaqalayn
Established in 2020

একজন মানুষ তার ব্যক্তিত্বের দুটি দিকের আড়ালে লুকিয়ে থাকে:

- তার বিশ্বাস (আকিদাহ)
- তার আচরণ (আমল)

মানুষের বিশ্বাস খালি চোখে দেখা যায় না, কিন্তু আমরা তার কাজের ভিত্তিতে সেই বিশ্বাসকে চিনতে পারি। তাই একজন মানুষের আচরণ হলো সেই আয়না, যেখানে তার বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে। বিষয়টি এভাবে ভেবে দেখুন—আমি যদি নিজেকে আপনার বন্ধু মনে করি, তবে আপনার চরম বিপদের সময় সাহায্য না করা পর্যন্ত আপনি হয়তো আমার মনের অনুভূতি জানতে পারবেন না। কিন্তু আমি যদি আপনাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসি, তবে মুখে কিছু না বললেও আপনি আমাকে একজন প্রকৃত বন্ধু হিসেবে চিনে নেবেন। আমার কাজই সেদিন সেই কথা বলবে যা মুখে বলা হয়নি। অন্যদিকে, কেউ যদি অনেক মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর বিপদের সময় আপনার পাশে না দাঁড়ায়, তবে আপনি তাকে আর বন্ধু হিসেবে গণ্য করবেন না। এক্ষেত্রেও তার প্রতিশ্রুতি নয়, বরং তার কাজই মূল বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়াল। এই কারণেই ইংরেজি প্রবাদে যথাযথভাবে বলা হয়েছে—'কথার চেয়ে কাজ বড়' ।

maqtabethaqalayn.com

সুতরাং, আমরা যদি জানতে চাই একজন মানুষ আসলে কেমন, তবে আমাদের তার আচরণ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এটিই তার প্রকৃত পরিচয় উন্মোচিত করবে। সেই অর্থে ইসলামেও একজন মুমিন (বিশ্বাসী) এবং একজন কাফিরের (অবিশ্বাসী) মধ্যে পার্থক্যের মাপকাঠি হলো ব্যক্তির আচরণ। তার কাজই তার ঈমান বা বিশ্বাস সম্পর্কে অনেক কিছু বলে দেয়। এই নিবন্ধের মাধ্যমে আমরা এই সিদ্ধান্তটিই প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করব।

চলুন দেখে নেওয়া যাক পবিত্র কুরআনে ঈমান বা বিশ্বাস সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কী বলেছেন:

“মানুষ কি মনে করে নিয়েছে যে, কেবল ‘আমরা ঈমান এনেছি’ এটুকু বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাদের পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদেরও পরীক্ষা করেছি। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই মিথ্যুকদেরও প্রকাশ করে দেবেন।” — (সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত: ২-৩)

maqtabethaqalayn.com

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট ঈমানের কেবল মৌখিক স্বীকারোক্তির কোনো মূল্য নেই। যারা নিজেদের বিশ্বাসী বলে দাবি করে, তিনি তাদের প্রত্যেককে পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। বিশ্বাসের পরীক্ষার মাধ্যমেই তিনি একজন মুমিন এবং একজন কাফিরের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেন। অতএব, আল্লাহ তাআলা কেবল মুখের কথার চেয়ে মানুষের আচরণ ও কর্মকেই অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন।

এখন আমরা সূরা আত-তাওবাহ থেকে নিচের দুটি আয়াত লক্ষ্য করি:

“তারা আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলে যে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত; অথচ তারা তোমাদের দলভুক্ত নয়। আসলে তারা এমন এক ভীরু সম্প্রদায় যে, তারা যদি কোনো আশ্রয়স্থল, কোনো গুহা অথবা মাথা গোঁজার মতো কোনো জায়গা পেয়ে যায়, তবে তারা সেদিকেই লাগামহীনভাবে ছুটে পালাবে।” — (সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৫৬-৫৭)

উপরের আয়াতগুলোতে এমন কিছু মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে যারা নিজেদের মুমিন বলে দাবি করত, কিন্তু বাস্তবে তারা ছিল কাপুরুষ। আল্লাহ তাআলা তাদের এই আচরণকে ঘৃণা করেন। এটি আমাদের এই সিদ্ধান্তকে আরও জোরালো করে যে, একজন মুমিনকে কেবল তার কাজ ও আচরণের ভিত্তিতেই বিচার করা হয়। একজন প্রকৃত মুমিন তার আচরণে সাহসী হয় এবং আল্লাহর পথে সবকিছু উৎসর্গ করতে সদা প্রস্তুত থাকে।

এই সিদ্ধান্তগুলো বিবেচনায় নিয়ে, এবার আমরা আবু তালিব (আ.)-এর জীবনের দিকে লক্ষ্য করি। আবু তালিব (আ.)-এর ঈমান বা বিশ্বাস নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে; কিছু মানুষ খুব সহজেই ইসলাম এবং পবিত্র নবী (সা.)-এর জন্য তাঁর করা অবদানগুলো ভুলে যান। যেহেতু তারা মৃত্যুশয্যায় তাঁর ‘কালিমা’ পাঠ করার কোনো দালিলিক প্রমাণ পান না, তাই তারা তাঁকে অবিশ্বাসী (কাফির) হিসেবে গণ্য করেন। দেখা যাক এ বিষয়ে কুরআন কী বলে:

“আর আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করে দিলাম, অতঃপর ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনী ঔদ্ধত্য ও শত্রুতার বশে তাদের পিছু নিল। শেষ পর্যন্ত যখন সে ডুবতে লাগল, তখন বলল, ‘বনী ইসরাঈল যে খোদার ওপর ঈমান এনেছে, আমিও তাঁর ওপর ঈমান আনলাম। তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আমি অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত হলাম।’ (আল্লাহ বললেন) এখন! অথচ এর আগে তুমি নাফরমানি করেছিলে এবং তুমি ছিলে ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের (অশান্তি বিস্তারকারী) অন্তর্ভুক্ত।” — (সূরা ইউনুস, আয়াত: ৯০-৯১)

ফেরাউন তার পুরো জীবনে সেই সময়ের নবী মুসা (আ.)-এর বিরোধিতা করার জন্য সবকিছুই করেছিল। সে বনী ইসরাঈলদের পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল এবং তাদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছিল; এভাবে সে সারাজীবন একজন বিদ্রোহী ও অপরাধী ছিল। মৃত্যুশয্যায় আল্লাহর ওপর তার এই বিশ্বাসের প্রকাশ তাকে কোনো সুবিধা দিতে পারেনি এবং সে একজন ‘কাফির’ হিসেবেই মারা যায়।

maqtabethaqalayn.com

এর বিপরীতে, আবু তালিব (আ.) আরবের পৌত্তলিকদের হাত থেকে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে রক্ষা করার জন্য সবকিছু করেছিলেন। তিনি নবীর (সা.) নবুয়তের মিশনে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন এবং তাঁর অভিভাবক ছিলেন। তাঁর এতসব প্রচেষ্টার পরও কি আপনারা মনে করেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আবু তালিব (আ.)-এর ঈমান ও খিদমত কবুল করার জন্য কেবল তাঁর 'কালিমা' পাঠের অপেক্ষায় ছিলেন? তাঁর কর্মগুলো কি নবী (সা.)-এর প্রতি তাঁর ভালোবাসা এবং ইসলাম ধর্মের প্রতি তাঁর বিশ্বাসের ব্যাপারে অনেক কিছুই বলে দেয় না?

আমরা বিভিন্ন আয়াতের আলোকে এটি বুঝতে পেরেছি যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের কাজের ভিত্তিতেই তাদের বিচার করেন। এবার চলুন দেখা যাক সেই সব কাজ, যা আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন:

“মদিনার অধিবাসী এবং তাদের পার্শ্ববর্তী বেদুইনদের জন্য এটা শোভনীয় ছিল না যে, তারা আল্লাহর রাসূলের সঙ্গ ত্যাগ করবে এবং রাসূলের (সা.) প্রাণের চেয়ে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করাকে অধিক গুরুত্ব দেবে। এটা এ কারণে যে, আল্লাহর পথে তাদের যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি বা ক্ষুধার কষ্ট পৌঁছায়, অথবা তারা এমন কোনো পথে চলে যা কাফিরদের রাগের কারণ হয়, কিংবা তারা শত্রুর পক্ষ থেকে যা কিছু লাভ করে—এর বিনিময়ে তাদের (আমলনামায়) একটি করে নেক আমল লিখে দেওয়া হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।” — (সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১২০)

“(মদিনার অধিবাসী এবং তাদের চারপাশের মরুচারী আরবদের জন্য আল্লাহর রাসূলের অনুগমন হতে বিরত থাকা এবং তাঁর জীবনের চেয়ে নিজেদের জীবনকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া সংগত ছিল না। এটি এ কারণে যে, আল্লাহর পথে তারা যখনই তৃষ্ণা, ক্লান্তি বা ক্ষুধার সম্মুখীন হয়, এবং যখনই তারা এমন কোনো পদক্ষেপ নেয় যা সত্য অস্বীকারকারীদের ক্রোধান্বিত করে, অথবা শত্রুর কোনো ক্ষতিসাধন করে—তবে আল্লাহর

maqtabethaqalayn.com

নিকট তা একটি সৎকর্ম হিসেবে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।)”

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁদের পছন্দ করেন যারা পবিত্র নবী (সা.) এবং তাঁর মিশনের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকে। এমন ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ মহাপুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং তাঁদের সৎকর্মসমূহ তাঁর নিকট কবুল হবে। সুতরাং, পবিত্র নবী (সা.)-কে রক্ষা করা এবং তাঁর প্রয়োজনে পাশে থাকা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি সওয়াব ও প্রশংসনীয় গুণ।

পবিত্র নবী (সা.) যখন ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন, তখন কুরাইশ বংশের অন্যান্য গোত্রগুলো নিজেদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে মনে করল। তারা আবু তালিব (আ.)-কে তাঁর ভাতিজাকে থামানোর জন্য এবং তাঁকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য চাপ দিতে শুরু করল। এসব সত্ত্বেও, আবু তালিব (আ.) পবিত্র নবী (সা.)-এর প্রতি তাঁর সমর্থন বজায় রাখলেন এবং কুরাইশদের অন্যান্য নেতাদের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করলেন।

maqtabethaqalayn.com

প্রখ্যাত ইসলামি ঐতিহাসিকগণ তাঁর এই মহৎ কর্মকাণ্ডগুলো নথিভুক্ত করেছেন। আলী বিন বুরহানুদ্দিন শাফেয়ী তাঁর 'ইনসানুল উয়ুন' গ্রন্থে নবী (সা.)-এর প্রতি হযরত আবু তালিব (আ.)-এর মহানুভবতা এভাবে বর্ণনা করেছেন:
'প্রতি রাতে হযরত আবু তালিব (আ.) নবী (সা.)-কে ঘুমানোর জন্য বলতেন এবং যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ত, তখন হযরত আবু তালিব (আ.) তাঁর নিজের কোনো এক পুত্র, ভাই বা চাচাতো ভাইকে নবী (সা.)-এর বিছানায় শুইয়ে দিতেন; যাতে যারা নবী (সা.)-কে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করত, তারা যেন তা করতে না পারে।'

এই সময়েই মক্কার অবিশ্বাসীরা বিভিন্নভাবে নবী (সা.)-কে কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করত। তাঁর ওপর সব ধরনের বাধা ও নির্যাতন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আবু তালিব (আ.)-কে বৃদ্ধ ভেবে তারা তাঁকে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হুমকি দিত, কিন্তু এটি না তাঁর প্রচেষ্টাকে থামাতে পেরেছিল, না তাঁর দৃঢ় সংকল্পে কোনো প্রভাব ফেলতে পেরেছিল।

সুতরাং, উপরের আয়াতে বর্ণিত কাজগুলো আবু তালিব (আ.) পবিত্র নবী (সা.)-এর জন্য যা কিছু করেছিলেন তার সাথে হুবহু মিলে যায়; যা তাঁকে একজন সাহসী ও নিঃস্বার্থ মুমিন হিসেবে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য আমরা কুরআনের আলোকে তাঁর জীবন পর্যালোচনা করব। মুমিনের গুণাবলি নির্দেশ করে এমন আয়াতগুলো উল্লেখ করে আমরা সেগুলোকে তাঁর জীবদ্দশার আচরণের সাথে মেলাব। আবু তালিব (আ.)-এর ঈমান বা বিশ্বাসের ব্যাপারে কুরআনকেই তার নিজস্ব ফয়সালা দিতে দিন।

পবিত্র কুরআনের নিচের আয়াতে যেমন বলা হয়েছে:
“হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্য করো, তবে তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা সুদৃঢ় রাখবেন।” — (সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ৭)

একজন মুমিনের গুণ হলো আল্লাহর দ্বীনের জন্য সানন্দে সাহায্য করা, আর বিনিময়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে অবিচল রাখার এবং সঠিক পথে দৃঢ় রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
অধিকাংশ ইসলামি ঐতিহাসিক সর্বসম্মতভাবে লিখেছেন যে, আবু তালিব (আ.) এবং তাঁর পুত্র আলী (আ.)-এর সাহায্য ছাড়া ইসলামের প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের কাছে এত দ্রুত জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া কঠিন হতো। (সূত্র: তহজীবুল মতিন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩; এবং ইবনে আবিল হাদিদ-এর রচনাসমূহ)
সুতরাং, আবু তালিব (আ.) আল্লাহর দ্বীনের পথে ব্যাপক অবদান রেখেছেন। তাই তাঁকে অবিশ্বাসী মনে করা উপরের আয়াতের পরিপন্থী এবং এটি নিজেই একটি বড় গুনাহ বা পাপ।
একজন মুমিনের আচরণ সম্পর্কে আরেকটি আয়াত:
“হে রাসূল (সা.)! আপনি লোকদের বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো তবে আমার অনুসরণ করো; তাহলে আল্লাহও তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।” — (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩১)

যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি করে, তার উচিত পবিত্র নবী (সা.)-এর অনুসরণ করা। যদি সে তা করে, তবে বিনিময়ে আল্লাহ তাকে ভালোবাসবেন এবং তার প্রতি ক্ষমাশীল ও দয়ালু হবেন। সুতরাং, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা এবং বিশ্বাসের মাপকাঠি হলো পবিত্র নবী (সা.)-এর প্রতি সেই ব্যক্তির সমর্থন। যখন কেউ পবিত্র নবী (সা.)-এর জন্য নিরন্তর সমর্থন ও প্রশান্তির উৎস হন এবং সারা জীবন তাঁর অভিভাবক হিসেবে থাকেন, তবে তিনি কি অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুমিন হিসেবে গণ্য হবেন না?

একদা হযরত আবু তালিব (আ.)-এর উপস্থিতিতে পবিত্র নবী (সা.) তাঁর অনুসারীদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। কুরাইশদের ধর্মত্যাগীরা পবিত্র নবীর (সা.) মিশন ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে হযরত আবু তালিব (আ.)-এর কাছে এসে দাবি করল যেন এখনই নবীকে (সা.) তাদের হাতে সোপর্দ করা হয়। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আবু তালিব (আ.) উত্তরে বললেন:

“যদি একটি মা-উট তার সন্তানকে অন্য কারো হাতে তুলে দিতে পারে, তবে আমিও মুহাম্মদ (সা.)-কে তোমাদের হাতে তুলে দেব।” (সূত্র: মিনহাজুন নবুওয়াত, মুহাদ্দিসে দেহলভী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭৭)

উপরের আয়াতের আলোকে আমরা হযরত আবু তালিব (আ.)-কে একজন আল্লাহভীরু, আল্লাহপ্রেমিক ও প্রকৃত মুমিন হিসেবে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। এবার চলুন নিচের আয়াতটি লক্ষ্য করি

"মুমিনগণ যেন মুমিনদের ছেড়ে কাফিরদের নিজেদের অভিভাবক (ওয়ালি) হিসেবে গ্রহণ না করে। আর যে এমনটি করবে, আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্ক থাকবে না; তবে (বিশেষ কৌশলে) যদি তোমরা তাদের (অনিষ্ট) থেকে বাঁচতে চাও (তবে ভিন্ন কথা)। আর আল্লাহ তোমাদের তাঁর নিজের সত্তা সম্পর্কে সতর্ক করছেন এবং আল্লাহর দিকেই সবার প্রত্যাবর্তন।" — (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ২৮)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উপরের আয়াতে সকল মুমিনকে নির্দিষ্টভাবে আদেশ দিয়েছেন যেন তারা অবিশ্বাসীদের নিজেদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ না করে; আর যদি কেউ তা করে, তবে সে আল্লাহকে তার অভিভাবক হিসেবে পাবে না।

maqtabethaqalayn.com

এখন প্রশ্ন হলো, যখন একজন সাধারণ মুমিন কোনো অবিশ্বাসীকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না, তখন আল্লাহ তাআলা কেন পবিত্র নবী (সা.)-কে আবু তালিব (আ.)-এর অভিভাবকত্বে থাকার অনুমতি দিলেন যদি তিনি অবিশ্বাসীই হতেন? এটি কি উপরের আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক হতো না? এটি আরও নিশ্চিত করে যে, তিনি একজন প্রকৃত মুমিন ছিলেন এবং আল্লাহ নিজেই তাঁকে পবিত্র নবী (সা.)-এর অভিভাবক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। নিচের আয়াতটি তাঁর এই অভিভাবকত্বের বিষয়টিকে সমর্থন করে:

“তিনি কি আপনাকে এতিম অবস্থায় পাননি, অতঃপর আপনাকে আশ্রয় (ও যত্ন) দেননি?” — (সূরা আদ-দুহা, আয়াত: ৬)

বিভিন্ন মাযহাবের ইসলামি স্কলারদের লেখা পবিত্র কুরআনের প্রধান প্রধান তাফসিরগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উপরের আয়াতটি (সূরা আদ-দুহা: ৬) মূলত নবী (সা.)-কে আবু তালিব (আ.)-এর দেওয়া আশ্রয় ও সুরক্ষাকে ফুটিয়ে তোলার জন্যই নাজিল হয়েছে। সুতরাং, পবিত্র নবী (সা.)-এর প্রতি তাঁর এই সুরক্ষা ছিল মূলত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলারই সুরক্ষা।

এখন প্রশ্ন হলো, যখন একজন সাধারণ মুমিন কোনো অবিশ্বাসীকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না, তখন আল্লাহ তাআলা কেন পবিত্র নবী (সা.)-কে আবু তালিব (আ.)-এর অভিভাবকত্বে থাকার অনুমতি দিলেন যদি তিনি অবিশ্বাসীই হতেন? এটি কি উপরের আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক হতো না?

এটি আরও নিশ্চিত করে যে, তিনি একজন প্রকৃত মুমিন ছিলেন এবং আল্লাহ নিজেই তাঁকে পবিত্র নবী (সা.)-এর অভিভাবক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। নিচের আয়াতটি তাঁর এই অভিভাবকত্বের বিষয়টিকে সমর্থন করে:

“তিনি কি আপনাকে এতিম অবস্থায় পাননি, অতঃপর আপনাকে আশ্রয় (ও যত্ন) দেননি?” — (সূরা আদ-দুহা, আয়াত: ৬)

বিভিন্ন মাযহাবের ইসলামি স্কলারদের লেখা পবিত্র কুরআনের প্রধান প্রধান তাফসিরগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উপরের আয়াতটি (সূরা আদ-দুহা: ৬) মূলত নবী (সা.)-কে আবু তালিব (আ.)-এর দেওয়া আশ্রয় ও সুরক্ষাকে ফুটিয়ে তোলার জন্যই নাজিল হয়েছে। সুতরাং, পবিত্র নবী (সা.)-এর প্রতি তাঁর এই সুরক্ষা ছিল মূলত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলারই সুরক্ষা।

maqtabethaqalayn.com

ইবনে হাজার তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, ‘যখন আব্দুল মুত্তালিব (আ.) ইন্তেকাল করেন, তখন তিনি তাঁর শেষ অসিয়তনামায় আবু তালিব (আ.)-কে পবিত্র নবী (সা.)-কে লালন-পালন করার দায়িত্ব দিয়ে যান। ফলে আবু তালিব (আ.) তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ ও মমতার সাথে বড় করেন, এমনকি তিনি তাঁর নিজের পুত্র আলী (আ.)-কেও একইভাবে লালন-পালন করেননি।’ আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিশ্চিত করেছেন যে, তিনিই তাঁর মনোনীত নবীদের পিতা, পূর্বপুরুষ এবং বংশধরদের হিদায়াত দান করেন; যা নিচের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে:
“আর আমি ইব্রাহিমকে ইসহাক ও ইয়াকুব (এর মতো পুত্র ও পৌত্র) দান করেছি; আমি তাদের সকলকেই হিদায়াত দিয়েছি। আর তাদের আগে আমি নূহকেও হিদায়াত দিয়েছিলাম। এবং তাঁর (ইব্রাহিমের) বংশধরদের মধ্য থেকে দাউদ, সুলাইমান, আইয়ুব, ইউসুফ, মুসা ও হারুনকে (আমিই হিদায়াত দিয়েছি); আর এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। আর জাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা ও ইলিয়াস—

তারা সকলেই ছিলেন আল্লাহর নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। আর ইসমাইল, ইয়াসা, ইউনুস ও লুতকে (হিদায়াত দিয়েছি) এবং তাদের প্রত্যেককেই সারা বিশ্বের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। আর (কেবল তাদেরই নয় বরং) তাদের পিতৃপুরুষ, সন্তান-সন্ততি ও ভাই-বন্ধুদের মধ্য থেকেও (অনেককে) আমি মনোনীত করেছি এবং তাদের সরল পথের হিদায়াত দিয়েছি।" — (সূরা আল-আনআম, আয়াত: ৮৪-৮৭)

উপরের আয়াত থেকে এটি স্পষ্ট যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর নবীদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন; এবং শুধু তাঁদেরই নয়, বরং তাঁদের পিতা, বংশধর এবং ভাই-বন্ধুদেরও তিনি হিদায়াত দান করেন এবং সত্য পথে অবিচল রাখেন।

হযরত আব্দুল মুত্তালিব (আ.) ছিলেন পবিত্র নবী (সা.)-এর দাদা এবং আবু তালিব (আ.)-এর পিতা —যিনি ছিলেন পবিত্র নবী (সা.)-এর অভিভাবক ও চাচা। তাঁরা ছিলেন হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর হিদায়াতপ্রাপ্ত বংশধর এবং ইসলাম প্রচারের পূর্বেই তাঁরা 'দ্বীন-এ-ইব্রাহিমী'র অনুসারী বা মুমিন ছিলেন।

যেহেতু তাঁরা সর্বদা সত্য পথেই ছিলেন, তাই তাঁরা মুখে ‘কালিমা’ পাঠ করেছিলেন কি না—সেটিকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে তাঁরা প্রকৃত মুমিন ছিলেন না বলে দাবি করা উচিত নয়।

হযরত আব্দুল মুত্তালিব (আ.) যে ইব্রাহিম (আ.)-এর ধর্ম অনুসরণ করতেন, তার প্রমাণ হলো আবরাহা কর্তৃক কাবা ধ্বংস করতে হাতি নিয়ে আসার সেই ঐতিহাসিক ঘটনা। এই ঘটনাটি কুরআনে একটি সূরার (সূরা ফিল) মাধ্যমেও উল্লেখ করা হয়েছে। আব্দুল মুত্তালিব (আ.) ছিলেন কাবার তত্ত্বাবধায়ক, তাই তিনি আবরাহার হাত থেকে পবিত্র কাবাকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। এরপর তিনি আবরাহার কাছে গিয়ে তাঁর গবাদি পশুগুলো ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানান। আবরাহা অবাক হয়ে বলল, “আপনি এই গোত্রের প্রধান, আমি ভেবেছিলাম আপনি কাবাকে রক্ষা করার জন্য আমার কাছে অনুনয়-বিনয় করবেন।” এর উত্তরে আব্দুল মুত্তালিব (আ.) বলেছিলেন:
“আমি এই পশুগুলোর মালিক, তাই আমি

maqtabethaqalayn.com

এগুলোর জন্যই এসেছি। আর কাবার কথা যদি বলেন, তবে এর একজন মালিক (আল্লাহ) আছেন, তিনিই এর দেখাশোনা করবেন।”

মাকাতিল বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু তালিব (আ.) তাঁর মৃত্যুশয্যায় বনী হাশিম গোত্রকে লক্ষ্য করে এভাবে অসিয়ত করেছিলেন:
“হে বনী হাশিম! তোমরা যদি সকলে পবিত্র নবী (সা.)-এর আনুগত্য করো এবং তাঁর সত্যবাদিতায় বিশ্বাস স্থাপন করো, তবে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে।”

মুহাদ্দিসে দেহলভীর ‘মাদারিজুন নবুওয়াত’ এবং ‘রওজাতুস সাফা’ (খণ্ড ২)-তে মানুষের উদ্দেশ্যে দেওয়া হযরত আবু তালিব (আ.)-এর একটি ভাষণ রেকর্ড করা হয়েছে, যা তাঁর অসিয়ত হিসেবেও গণ্য হয়:

maqtabethaqalayn.com

‘হে কুরাইশগণ! তোমরা আল্লাহর সবচেয়ে পরহেজগার বান্দা। আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের বিষয়ে তোমাদের কাছে সুপারিশ করছি। তিনি কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং আরবদের মধ্যে সবচেয়ে সত্যবাদী; আর তাঁর মধ্যে সেই সব গুণাবলি বিদ্যমান যার জন্য আমি তোমাদের কাছে এই অসিয়ত করছি। তিনি (সা.) এমন সুসংবাদ নিয়ে এসেছেন যা তোমাদের অন্তর গ্রহণ করেছে, কিন্তু লোকলজ্জা ও তিরস্কারের ভয়ে তোমাদের জিহ্বা তা অস্বীকার করছে। এর বিপরীতে, আমি দেখতে পাচ্ছি যে—দুর্বল ও অসহায় মানুষরা তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করেছে, তাঁর শরিয়তের সাক্ষ্য দিয়েছে এবং তাঁকে সম্মান করছে। এর ফলে তারাই আজ নেতা হয়ে গেছে, আর তোমাদের সর্দাররা অপদস্থ হয়েছে। অহংকারীরা বিনীত হয়েছে এবং বিনয়ীরা স্বাবলম্বী হয়েছে। যারা তাঁর (সা.) থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছে, তারাই দুর্ভাগা। আমি দেখতে পাচ্ছি আরবের মানুষ তাঁর সাথে একাত্ম হয়ে গেছে, তাঁর ভালোবাসার জন্য নিজেদের অন্তর প্রশস্ত করেছে এবং অত্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সাথে তাঁর অনুসরণ ও সেবা করার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করেছে।

হে কুরাইশগণ! মুহাম্মদ (সা.)-এর বন্ধু হও এবং তাঁর দলের সমর্থক হও। আল্লাহর কসম! যারা তাঁর দেখানো পথে চলবে না তারা হিদায়াত পাবে না; কেবল তারাই তাঁর পথ ও গুণাবলি গ্রহণ করবে যারা সৎকর্মশীল। যদি মৃত্যু আর কিছুটা বিলম্বিত হতো এবং আমার জীবনে আরও কিছুটা সময় বাকি থাকত, তবে আমি অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করতাম এবং সাধ্যমতো তাঁর পথ থেকে সমস্ত বিপদ সরিয়ে দিতাম।’

কুরআনের আলোকে হযরত আবু তালিব (আ.)-এর জীবন প্রমাণ করেছে যে, তিনি ছিলেন পবিত্র নবী (সা.)-কে রক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ একনিষ্ঠ একজন মুমিন। এবার তাঁর ঈমানের সপক্ষে কিছু উদ্ধৃতি দেখা যাক:

maqtabethaqalayn.com

- হযরত আবু তালিব (আ.) পবিত্র নবী (সা.)-কে সমর্থন করেছিলেন কারণ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত শেষ ও চূড়ান্ত বার্তার প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। আবু তালিব (আ.)-এর এই ঈমান তাঁর কাব্যিক বাণীর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে; তিনি বলতেন— "আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, মুহাম্মদের ধর্মই সকল ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" (সূত্র: তারিখ ইবনে কাসির ৩:৪২, ফাতহুল বারী ফি শারহিল বুখারী ৭:১৫৩, আল-ইসাবাহ ৪:১১৬ এবং আরও অনেক)

- ইমাম জাফর আস-সাদিক (আ.) ইউনুস বিন নাবাতাহ-কে জিজ্ঞাসা করলেন: "হে ইউনুস, আবু তালিব সম্পর্কে মানুষ কী বলে?" ইউনুস উত্তর দিলেন: "লোকে বলে যে, তিনি আগুনের এক অগভীর স্তরে আছেন যার উত্তাপে তাঁর মগজ ফুটছে।" ইমাম সাদিক (আ.) বললেন: "আল্লাহর শত্রুরা মিথ্যা বলছে। আবু তালিব (জান্নাতে) নবীগণ, সত্যবাদী, শহীদ এবং নেককার বান্দাদের সাথে আছেন, যাঁরা সঙ্গ দেওয়ার জন্য সর্বোত্তম।" (সূত্র: শাইখ আল-আবতাহ ৩২, আল-হুজ্জাহ ১৭, আল-গাদীর ৭:৩৯৪)

- ইমাম আলী (আ.) বলেছেন: “আল্লাহর কসম, আবু তালিব ছিলেন একজন বিশ্বাসী মুসলিম (মুমিন)। তিনি তাঁর ঈমান গোপন রেখেছিলেন যাতে কুরাইশদের বয়কটের কারণে বনী হাশিমের কোনো ক্ষতি না হয়।” (সূত্র: আল-হুজ্জাহ ২৪, আল-গাদীর ৭:৩৮৯, মোজাম আল-কুবুর ১:২০০)
- ইমাম আলী (আ.) আরও বলেছেন: “সেই সত্তার কসম যিনি মুহাম্মদ (সা.)-কে নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন, যদি পৃথিবীর সমস্ত পাপীকে ক্ষমা করার জন্য আমার পিতার সুপারিশ গ্রহণ করা হয়, তবে আল্লাহ তাদের সকলকেই ক্ষমা করে দেবেন।” (সূত্র: তাজকিরাত আল-খাওয়াস, পৃষ্ঠা ১১)
- হযরত আবু তালিবের বিরুদ্ধে অপবাদের কারণটি পবিত্র নবী (সা.) স্পষ্ট করেছিলেন যখন তিনি ইমাম আলীকে বলেছিলেন: “হে আলী, তোমার জন্য আমার ভাই ঈসা (আ.)-এর একটি উদাহরণ রয়েছে; যেহেতু ইহুদিরা তাকে ঘৃণা করত, তাই তারা তার মায়ের বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়েছিল।” (সূত্র: কানজুল উম্মাল, মুত্তাকি আল-হিন্দি)

maqtabethaqalayn.com

- হযরত আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু তালিব (আ.) ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেননি যতক্ষণ না তিনি বলেছিলেন: “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর প্রেরিত রাসূল।” (সূত্র: শারহুল নাহজ-ইবনে আবিল হাদিদ ৩:৩১২, শাইখ আল-আবতাহ ৭১, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৩:১২৩, আল-ইসাবাহ ৪:১১৬, দালায়েলুন নবুওয়াত-বায়হাকী ১:১২০, কাশফুল গুম্মাহ-শা'রানী ২:১৪৪)

তাঁর ঈমান বা বিশ্বাসের ওপর এই রেফারেন্সগুলো দেখার পর, আসুন প্রখ্যাত আলেমদের দ্বারা সংরক্ষিত আবু তালিব (আ.)-এর সেই কিছু কথার মাধ্যমে নিবন্ধটি শেষ করি, যা আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর প্রতি তাঁর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

মোহাম্মদ বিন ইসহাক (সীরাতুন নবুওয়াত-এর লেখক) পবিত্র নবী (সা.)-এর প্রশংসায় হযরত আবু তালিব (আ.)-এর আশিটিরও বেশি পঙক্তির দীর্ঘ একটি কবিতা লিপিবদ্ধ করেছেন। এটি তখন রচিত হয়েছিল যখন মক্কায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। মানুষজন হযরত আবু তালিব (আ.)-এর কাছে ছুটে এসেছিল কারণ তিনি ছিলেন ‘শাইখুল বাতহা’ (মক্কার প্রধান) এবং তাদের নেতা। আবু তালিব (আ.) তখন পবিত্র নবী (সা.)-কে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে অনুরোধ করেন। যখন বৃষ্টি বর্ষিত হলো, তখন তিনি পবিত্র নবী (সা.)-এর প্রশংসা করে এই শব্দগুলো উচ্চারণ করেছিলেন:

“হে মুহাম্মদ! আপনার নূরানি চেহারার উসিলায় মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরে পড়ে। আপনার দয়াময় অস্তিত্ব অসহায় এতিমদের আশ্রয়স্থল এবং বিধবাদের সম্মান ও সতীত্বের সুরক্ষা।”

maqtabethaqalayn.com

আবু তালিব (আ.) ছিলেন শ্রেষ্ঠ মুমিনদের একজন। পবিত্র নবী (সা.)-কে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে মনোনীত করেছিলেন, যা নিজের মধ্যেই একটি বিশাল সম্মানের বিষয়। তিনি ছিলেন পবিত্র নবী (সা.)-এর প্রধান অবলম্বন এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে ‘কালিমা’র ভিত্তি স্থাপনকারী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর খিদমত কবুল করেছেন এবং তাঁকে অপরিসীম পুরস্কারে ভূষিত করেছেন—পবিত্র নবী (সা.)-এর সেই পুত-পবিত্র বংশধারা (যাঁদের পবিত্রতার সাক্ষ্য স্বয়ং কুরআন দিয়েছে, সূরা আহযাব: ৩৩), তাঁদের হযরত আবু তালিব (আ.)-এর বংশধর হিসেবে সৃষ্টি করার মাধ্যমে।